তারিখ 23 NOV 1988 পৃষ্ঠা 2 কলাম 5
দৈনিক খবর

বেসরকারী কলেজের ইংরেজী শিক্ষকদের ডিগ্রী প্রসঙ্গে—

।। সাহেদ হোসেন চৌধুরী ।।

দেশের বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে চাকরিরত মাস্টার্স শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষকদের চাকরি অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন কলেজগুলোর ইংরেজী প্রভাষকদের চাকরির ক্ষেত্রে নতুন শর্ত জুড়ে দেয়ায় এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। নির্ভরযোগ্য একটি সূত্রে এই খবর জানা গেছে।

সূত্র জানায়, অতি সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় দেশের বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোতে কর্মরত ইংরেজী ভাষার প্রভাষকদের বেলায় নতুন করে দু'টি শর্ত জুড়ে দিয়ে তা অবিলম্বে কার্যকর করার জন্য ৪টি

শেষ পৃষ্ঠায় ৫ম কলামে

বেসরকারী কলেজের

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিয়েছে। এই দু'টি নতুন শর্তের প্রথমটি হলোঃ মাস্টার্স শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রীধারী ইংরেজী প্রভাষককে অবশ্যই মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও ডিগ্রী পরীক্ষার যে কোন দু'টিতে দ্বিতীয় শ্রেণী অথবা বিভাগের সার্টিফিকেট থাকতে হবে। দ্বিতীয় শর্তটি হলোঃ ঐ প্রভাষকের কমপক্ষে ১২ বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এই নতুন শর্ত আরোপিত নির্দেশ পাওয়ার পর থেকে বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজগুলোর ইংরেজী প্রভাষকদের মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কেননা এ সব কলেজে কর্মরত প্রভাষকদের অনেকেরই শর্ত দু'টি অনুযায়ী যোগ্যতা নেই।

অপর আরেকটি সূত্র জানায়, দেশের প্রায় বেসরকারী কলেজগুলোর ইংরেজী প্রভাষকদের পূর্ববর্তী তিনটি পরীক্ষার দু'টিতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়ার যোগ্যতা নেই। কিন্তু মাস্টার্স শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর যোগ্যতা নিয়ে এ সব প্রভাষক দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকতার চাকরি করে আসছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিত নিয়ম অনুযায়ী শর্ত পূরণ করার ক্ষমতাও নেই এ সব ইংরেজী বিষয়ের প্রভাষকদের।

জানা গেছে, প্রচলিত নিয়ম পদ্ধতি অনুযায়ী মাস্টার্স শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর সার্টিফিকেটধারী ব্যক্তিরা সরকারী কলেজে প্রভাষকের চাকরি পাওয়ার যোগ্যতা রাখে না। বেসরকারী উচ্চ মাধ্যমিক কলেজে প্রভাষক হিসেবে নিয়োগ পেলেও পদোন্নতির কোন নিয়ম নেই। মাস্টার্স তৃতীয় শ্রেণীর ডিগ্রীধারীদের সরকারী কলেজে নিয়োগ পাওয়ার কোন বিধান নেই।